দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ JUL 03 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শিক্ষায় তেলেসমাতি কারবার

এই বছরের সিলেবাস ১৫ দিনেই শেষ! কল্প কাহিনীর আলাউদ্দিনের যাদুচেরাগের দৌলতেই সম্ভবত এ ধরনের অসম্ভব সম্ভব। দেশের কিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় যাদুচেরাগ হাসিল করেছে বলেই মনে হয়। তা না হলে দু'বছরের এলএলবি (পাস) কোর্স ১৫ দিনে শেষ করতে পারে কিভাবে? ইনকিলাবে প্রকাশিত এক খবরে জানা গেছে, একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৫ সালের ১০ অক্টোবর দু'বছর মেয়াদী এলএলবি (পাস) কোর্স পড়ানোর সরকারী অনুমোদন লাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়টি একই বছরে কোর্সে উত্তীর্ণদের তালিকাসহ বার কাউন্সিলে এনরোলমেন্টের জন্য একটি স্টেটমেন্ট পাঠায় যাতে উল্লেখ করে, ঐ বছরের ২৫ অক্টোবর কোর্স সম্পন্ন করেছে। অর্থাৎ ১৫ দিনেই পড়া শেষ। বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০০৫ সালের ৩০ মার্চ চার বছর মেয়াদী এলএলবি (অনার্স) পড়ানোর সরকারী অনুমোদন লাভ করে। একইভাবে ঐবছরই বার কাউন্সিলে পাঠানো স্টেটমেন্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে বলা হয়, ২৫ অক্টোবর কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ চার বছরের কোর্স শেষ হয়েছে ছয় মাসের কিছু বেশী সময়ে। এ ধরনের যাদুকরি কারবার আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়েছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয় দু'বছর মেয়াদী এলএলবি কোর্স শেষ করেছে দু'মাসে। অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় এমন স্টেটমেন্ট বার কাউন্সিলে জমা দিয়েছে যাতে প্রমাণ হয়, সিলেবাস অনুমোদনের পূর্ব থেকে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেও বিষয়টি পড়ানো হয়েছে। জানা গেছে, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পাঠদান করেন, খাতা দেখেন তারাই। আর সনদপত্র তো বিশ্ববিদ্যালয়ই দেয়। অভিযোগ রয়েছে, সনদপত্রই আসল, পড়ানো, খাতা দেখা কিছুই নয়। পাসের হার শতকরা একশ' ভাগ। যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একাধিকবার পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছে এমন ছাত্র-ছাত্রীরাও নাকি এসব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। বিদ্যা দান কিংবা বিদ্যা বিস্তার নয়, মোটা অংকের কোর্স ফি আদায় ও সনদপত্র বিক্রিই মূল উদ্দেশ্য। এগুলো সনদপত্র বিক্রির দোকান ছাড়া আর কিছুই নয়।

এসব অপকর্ম অনিয়ম-দুর্নীতিরও অধিক। এই যদি আইনশাস্ত্র পড়া, পাস, সনদপত্র লাভ এবং আইনজীবী হওয়ার প্রক্রিয়া হয়, নমুনা হয়, তাহলে এসব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেশায় আসা আইনজীবীরা কেমন আইনজীবী হবেন, পেশায় কতটা দক্ষতা-পারঙ্গমতার পরিচয় দিতে পারবেন সহজেই অনুমেয়। মেধাবী আইনজীবী, আইনবিদ ও আইন বিশেষজ্ঞ যে কোনো দেশের জন্য অমূল্য সম্পদ। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যা করছে, তাতে এমন এক সময় আসতে পারে যখন মেধাবান আইনজীবী খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। পেশার মধ্যে মেধাহীনদের দৌরাত্ম্য ও এক ধরনের অরাজকতা নেমে আসবে। আইন পেশাই শুধু নয়, আইন-বিচারসংশ্লিষ্ট পুরো ক্ষেত্রটিতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। সুবিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে আইনজীবীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অশিক্ষিত, অজ্ঞ ও মেধা-প্রতিভাহীন আইনজীবীদের পক্ষে সুবিচার প্রাপ্তিতে ভূমিকা রাখা সম্ভব নয়। পেশায় এরা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুবিচার তো পরের কথা, এদের দ্বারা বরং পেশার মধ্যে দুর্নীতি-দুষ্কৃতিই বাড়বে। বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা এর ফলে হ্রাস পাবে। আইনজীবীদের বিচার ব্যবস্থার অচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করা হয়। আইনের ব্যাপারে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা যদি যথেষ্ট না হয়, তাহলে তারা বিচার ব্যবস্থার অংশীদার হিসেবে কাম্য অবদান রাখতে পারবেন না। আইনজীবীদের মধ্য থেকে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। আল্লাহ না করুন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী সনদপত্রের দোকান থেকে সনদ কেনা আইনজীবীরা যদি কোনোভাবে উচ্চ আদালতের বিচারক হয়ে যান, তাহলে কি হবে, ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থেই তাই আইনশাস্ত্র শিক্ষা ও আইন পেশাকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি সরকারের কোনো নজর নেই, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ নেই। থাকলে দু'বছরের কোর্স ১৫ দিনে শেষ করার ভয়াবহ অপরাধ করে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ও তার কর্তৃপক্ষ রেহাই পেত না। এব্যাপারে বার কাউন্সিল যে ভূমিকাটি রাখতে পারতো সে ভূমিকাও বার কাউন্সিল রাখছে না। অভিযোগ আছে, বিষয়টি অবগত হওয়ার পরও বার কাউন্সিল কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এক সময় ভালো ছাত্ররা ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ওকালতি পড়তো। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে এ পর্যন্ত আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহু আইনজীবী, আইনবিদ, আইন বিশেষজ্ঞ ও বিচারক জন্ম নিয়েছেন, যারা ছাত্র হিসেবেও ছিলেন সেরা। পেশা জীবনে তারা বিপুল খ্যাতি, যশ, সাফল্য, দক্ষতা, যোগ্যতা, মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। উদ্বেগজনক হলেও বলতে হচ্ছে, নক্ষত্র আইনবেত্তার সংখ্যা দ্রুতই কমে আসছে। এখন বলা হয়, যার নেই কোনো গতি সেই পড়ে ওকালতি। দুর্নাম-অপবাদের এই ঘেরাও থেকে আইন পেশাকে মুক্ত করতে হবে। একদিকে যেমন প্রতিভাবানদের এ পেশায় টেনে আনতে হবে। অন্যদিকে আইনশাস্ত্র শিক্ষার প্রতি যথাযথ নজর দিতে হবে। শিক্ষার পরিবেশ ও মান বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে জেঁকে বসা সকল অনিয়ম, দুর্নীতি, প্রতারণা, ফাঁকিবাজির মূলোৎপাটন করতে হবে। যে কোনো মূল্যে আইনশাস্ত্র শিক্ষা ও আইন পেশাকে সমুন্নত করতে হবে।

যে সব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। তাদের কথিত অপকর্মের তদন্ত ও শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। সঙ্গত বলা দরকার যে, শুধু আইন বিষয়ে নয়, অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেও এক শ্রেণীর বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষাকে তারা কেবলমাত্র বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবেই গণ্য করছে। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই এসব শিক্ষার দোকান খোলা হয়েছে। ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সরদার হলেও এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় এমন কোনো বিষয় নেই যার শিক্ষা ও সনদপত্র দেয়া না হচ্ছে। পেশাভিত্তিক বিষয়গুলোকে দেয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বিপুল টাকা গুনে সনদপত্র সংগ্রহ করে যারা পেশায় প্রবেশ করছে, তারা আসলে অন্ধকারে ঝাঁপ দিচ্ছে। নিজেরাই ডুবছে না পেশাকেও ডুবিয়ে ছাড়ছে। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া এখন হয়তো সেভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না; কিন্তু একদিন প্রতিক্রিয়া প্রকট হয়ে উঠবে। এর ক্ষতি-খেসারত দিতে হবে দেশ ও দেশের মানুষেরই। শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধ করার তাই কোনো বিকল্প নেই। অতি দ্রুতই এই কারবার বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। দুষ্ট গরুদের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। যে সব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও